সংবাদ

তারিখ 19 JAN 2014
৫ ২

শিক্ষাখাতে বাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দ রাখা উচিত

কাজী খলীকুজ্জমান

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

মোট বাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দ শিক্ষাখাতে রাখা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০৯'র প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান ও শিক্ষাবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। তিনি বলেন, একবারেই এ পরিমাণ বরাদ্দ না করে তা পর্যায়ক্রমে করতে হবে। আর বরাদ্দ হলেই হবে না তা বাস্তবায়ন করতে হবে প্রতি বছরের জুলাই মাসের প্রথম দিন থেকেই।

গতকাল রাজধানীর অর্থনীতি সমিতি মিলনায়তনে নাগরিক সংহতি, ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেটিক্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এবং একশনএইড বাংলাদেশের যৌথ আয়োজনে 'শিক্ষা খাতে নীতি-পরিকল্পনা ও অর্থায়নের সমন্বয়' শীর্ষক আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ড. ম. আখতারুজ্জামান, ঢাকা স্কুল অফ ইকোনোমিক্স-এর অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম, ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সহকারী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু তারেক, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান প্রমুখ।

ড. খলীকুজ্জমান বলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু বিদ্যালয়ে ভর্তি করাই নয়, শিশুদের মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করাও। শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দের অধিকাংশই চলে যায় বেতন-ভাতা ও অবকাঠামো উন্নয়নে। ফলে শিক্ষার মানের তেমন উন্নয়ন হয় না। আবার বড় একটি সমস্যা রয়েছে শিক্ষা প্রশাসনিক ব্যবস্থায়। সেখানকার মানসিকতার পরিবর্তন না হলেও শিক্ষার উন্নতি সম্ভব নয়।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব সমস্যা রয়েছে এর অধিকাংশ সমাধানের পথই শিক্ষানীতিতে আছে। শিক্ষানীতিতে গবেষণা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জোর দেয়া হয়েছে। তবে শিক্ষা আইন প্রণয়ন ছাড়া এ নীতির বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থের সমস্যার চেয়েও এর ব্যয় কিভাবে হবে তা ঠিক করাটা জরুরি বলে মন্তব্য করেন বিশিষ্ট এই অর্থনীতিবিদ।

আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে দৈনিক সমকালের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আবু সাঈদ খান বলেন, শিক্ষানীতি প্রণয়ন হয়েছে ঠিকই কিন্তু এর বাস্তবায়ন এখনও অধরাই রয়ে গেছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে এখনও শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ কম। অন্তত অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধনী-দরিদ্র সকলের জন্য একই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা আনা উচিত। কারিগরি শিক্ষাকে আরও বেশি জোর দিতে হবে। আর কওমী মাদ্রাসাকেও মূল শিক্ষার স্রোতে না আনতে পারলে একটি অংশ অন্ধকারেই থেকে যাবে।

আলোচনা সভায় অন্য বক্তারা শিক্ষাখাতের নীতি পরিকল্পনায় বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন। এরমধ্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, সম্মানজনক বেতন-ভাতা প্রদান, শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা বৃদ্ধি, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিশেষ শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা এবং আদিবাসী শিশুদের আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করা অন্যতম।